বস্ত্রহরণ

[সামাজিক প্রহসন]

শ্রীসত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

সিটী-সিনেমা এণ্ড ভ্যারাইটীতে

অভিনীত।

প্রথম অভিনয় রজনী—৯ই জুলাই বুধবার, ১৯৩০ খৃঃ অব্দ।

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—

১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩৩৮ সাল।

গ্রন্থকারের * *

* * অন্যান্য গ্রন্থ

PRINTED BY K. L. MAITY. AT THE
PONCHANON PRESS.
25/3, Taruck Chatterjee Lane,
CALCUTTA.

কুশীলবগণ ৷

পুরুষ।

হরেকৃষ্ণ	...	...	জমীদার।
শরৎ	...	...	ঐ ভ্রাতা।
রসিক	...	...	জনৈক বৈষ্ণব।
গদাধর	...	...	জনৈক প্রতিবেশী।

স্ত্রী।

হেমাঙ্গিনী	...	...	হরেকৃষ্ণের স্ত্রী।
মানদা	...	...	শরতের স্ত্রী।
তরঙ্গিণী	...	...	রসিকের রক্ষিতা ও নাপিতানী।
রাজী	...	...	গদাধরের রক্ষিতা
কামিনী	...	...	বাড়ীউলী।

প্রথম অভিনয়-রজনীর পাত্র-পাত্রীগণ।

শিক্ষক	...	...	শ্রীকালীদাস গোস্বামী।
সঙ্গীত-শিক্ষক	...	...	শ্রীসুবোধচন্দ্র দাস।
হরেকৃষ্ণ	...	...	শ্রীফণীন্দ্রনাথ মিত্র।
শরৎ	...	...	শ্রীসূর্য্যকুমার দে।
রসিক	...	...	শ্রীব্রজবল্লভ পাল।
গদাধর	...	...	শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।
হেমাঙ্গিনী	...	...	শ্রীমতী তারকবালা।
রাজ্ঞী	...	...	শ্রীমতী ইন্দুবালা।
তরঙ্গিণী	...	...	শ্রীমতী কিশোরীবালা।
রাজবালা	...	...	শ্রীমতী সুরমাবালা।
কামিনী	...	...	শ্রীমতী পটল দাসী।

নাট্যাকাশে বিদ্যুৎ-বিকাশ!　　　　লক্ষ কণ্ঠে জয়-ধ্বনি !!

শত্রু মিত্র সকলের মুখেই সমান সুখ্যাতি !

নাট্য-সাহিত্যের সর্ব্বজন-সম্মোহন শক্তিশালী ঐন্দ্রজালিক,

সর্ব্বজনপ্রিয় প্রবীণ কবি ও নাট্যকার

পণ্ডিত শ্রীপঙ্কজভূষণ কবিরত্ন প্রণীত—

বীর ও করুণ রসাশ্রিত নূতন পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক

বঙ্গের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাত্রা সম্প্রদায়

"রয়েল বীণাপাণি-অপেরায়"

মহা সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইতেছে।

সুন্দর সুন্দর নয়নরঞ্জন ফটোচিত্র সহ, মূল্য ১॥০ টাকা।

শ্রীযুক্ত অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত

বৈচিত্র্যময় নূতন পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক—

শতাশ্বমেধ

[শ্রীযুক্ত শশিভূষণ হাজরার দলে অভিনীত হইতেছে।]

ইহা সেই পৃথুরাজার শতাশ্বমেধ-যজ্ঞ, যে যজ্ঞে স্বর্গাধিপ ইন্দ্রকেও পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ইহাতে দেখিবেন, সনকের অপূর্ব্ব রাজনীতি—মহর্ষি কণ্বের ক্ষমা—সিন্ধুপতি দুর্দ্দমনের পৃথুহত্যার চেষ্টা—স্বামীর কল্যাণার্থ সুনন্দার আত্মত্যাগ—সেনাপতি বিক্রমকেতুর অপূর্ব্ব প্রভুভক্তি—ধৃষ্টকেতনের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন—পুরঞ্জনের বিশ্বপ্রেম—মাহুর প্রতিহিংসা—ঝিমনের ন্যায়পরায়ণতা—লতিয়ার সারল্য—সোমেশ্বরের নির্য্যাতন প্রভৃতি বহু করুণ ও বীর রসাশ্রিত ঘটনায় পূর্ণ। ইহা ছাড়া সেই রেবা, অর্চ্চি, বৈরাগ্য, আহ্লাদ প্রভৃতি সবই দেখিতে পাইবেন।

সুন্দর সুন্দর ফটোচিত্রসহ, মূল্য ১॥০ টাকা।

বস্ত্রহরণ।

প্রথম দৃশ্য।

হরেকৃষ্ণবাবুর বাগানবাটী।

রসিকের প্রবেশ।

রসিক।—

গীত।

আমি এক রসিক পাগল বাধাবো গোল,
সবার মাঝে দেখ্‌বি তোরা।
পাগলের কথা কবো, পাগল হবো,
নাচ্‌বো রসের নব গোরা॥
গৌর পাগল, নিতাই পাগল, অদ্বৈত পাগলের সেরা,
তাই তো পাগল হ'য়ে রসে ডুবে,
আন্‌বো রে প্রেম বজরাভরা॥

হরেকৃষ্ণের প্রবেশ।

হরেকৃষ্ণ। কেরে—রসিক?

রসিক। আজ্ঞে প্রণাম হই কর্ত্তাবাবু!

হরেকৃষ্ণ। হাঁরে, তুই না কি গৌরাঙ্গ-মন্দিরে থিয়েটার করিস্ ?

রসিক। থ্যাটার কি আমি করতে পারি বাবু! তবে হ্যাঁ, জানেন তো আজকাল গান গেয়ে পেট ভরে না, তাই ওই মিত্রিদের সেজ বাবু আমাকে একটা গার্ডারের চাকরি দিয়েছেন।

হরেকৃষ্ণ। মাইনে টাইনে পাস্ ?

রসিক। আজ্ঞে পাঁচ টাকা। আর এই বাবুদের পান, বিড়ি, সোডা সবই আমাকে আনতে হয়, তাতেও কিছু দস্তুরী আছে ; আর বাবুরা তো প্রায় সখীদের পেছনে পেছনেই ঘোরে, ফেরৎ পয়সা অনেক সময় চাইতে ভুলে যায়, সে গুলোও রসিকচন্দ্রের লাভ।

হরেকৃষ্ণ। বটে, গোবিন্দ বল মন! হ্যাঁ রে, তোদের বস্ত্রহরণ বইয়ে যে রাধা সাজে, সে না কি খুব সুন্দরী ?

রসিক। সে আর কি বল্‌বো কর্ত্তাবাবু, এই যত অডি-ডেনস্‌রা তাকে দেখে মর-মর।

হরেকৃষ্ণ। গোবিন্দ বল মন, এঁ্যা—বলিস কি রে!

রসিক। আজ্ঞে—

হরেকৃষ্ণ। তাই তো—তা—

রসিক। তা আপনি হুকুম করুন না বড় বাবু, রসিক তো আপনার চাকর।

হরেকৃষ্ণ। (হাসিয়া) তাই তো তোকে আমার এত বিশ্বাস

রে রসিক! তবে কি জানিস্, আমি তো এই বাগান ছেড়ে অন্য কোথাও—

রসিক। না—না—না, আপনি বড়লোক, জ্ঞেনমান, আপনি আপনার কোট ছেড়ে যাবেন কেন? সে বেটীর চোদ্দ পুরুষ এখানে এসে আপনার শ্রীচরণ সেবা ক'রে যাবে।

হরেকৃষ্ণ। তা তুই মনে কর্‌লে সবই পারিস্। গোবিন্দ বল মন। আচ্ছা রসিক! যা দিকি একবার, মোটামুটি আমায় একটা আভাষ এনে দে দেখি—

রসিক। এ আর বেশী কথা কি বাবু! এই আমি এখুনি খপর আন্‌ছি।

হরেকৃষ্ণ। আচ্ছা, বয়েস বছর উনিশ হবে?

রসিক। তা হবে বই কি বাবু।

হরেকৃষ্ণ। গোবিন্দ বল মন। তুই যা রসিক, আর দাঁড়াস্‌নি।

রসিক। যে আজ্ঞে, এই আমি চল্লাম। [প্রস্থানোদ্যত]

হরেকৃষ্ণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, একটু পা চালিয়ে। [রসিকের প্রস্থান] গোবিন্দ বল মন। ও কে—গদা না? কেন রে?

গদার প্রবেশ।

গদা। পের্‌ণাম হই গো বাবু! এই গেল মাসের সুদটা দেবার তরে—

হরেকৃষ্ণ। গোবিন্দ বল মন। বোস্—বোস্; ওরে শরৎ— [নেপথ্যে—বাবু বাড়ী নেই] যদি একটা কাজে পাওয়া

যায়। না—ওর চরিত্রের উপর সন্দেহ আসে; অত টপ্পা গান, অত থিয়েটার দেখা, অত বাইরে থাকা কেন? বল্‌লুম ওরে, ওকালোতিটা পাশ কর্—উকিল হ'। তা গ্রাহ্যই নাই।

গদা। যা বলেছেন বাবু, উকিলদের মত পয়সা কেড়ে বিগুড়ে তোমরা নিতে পার না। চুণি মোড়লের চারখানা লাঙ্গল ওই উকিলের পেটে চ'লে গেল। তবে হ্যাঁ, তার উকিল ছিল বটে; বোক কি। দশবার লেপ্‌টে উঠে চেপ্‌ড়ে ডেস্‌কো যেটিয়ে দিলে।

হরেকৃষ্ণ। দেখ্ গদা। শবতা তো বাড়ী নেই, তা রসিদ পরে নিয়ে যাস্। আর তোকে যা দিতে হবে, সে তো আমার মনেই আছে।

গদা। তা লয, আপনি হ'চ্ছো সরস্বতী।

হরেকৃষ্ণ। এই ধর্, টাকায় তিন আনা ক'রে হ'লে, দশ টাকায় তিন দশে বিয়াল্লিস আনা দু টাকা চোদ্দ আনা, আর সাবেক বাকী আছে সাত আনা, তা হ'লে হ'লো মোট তিন টাকা বার আনা। ভাঙ্গানো না থাকে, চারটে টাকাই দিয়ে যা, কাল এসে রসিদের সঙ্গে চার আনা ফেরৎ নিয়ে যাস। গোবিন্দ বল মন! দেখ গদা, তুই মুখ্যু ব'লে যে ঠকিয়ে নেবো, তা ভাবিসনি। অধর্ম্মে আমার বড় ভয়। গোবিন্দ বল মন! [মালা জপিতে লাগিল।]

গদা। বেটা ঠকাত্তেছে ঠিক।

রসিকের পুনঃ প্রবেশ।

হরেকৃষ্ণ। এই যে এসে গেছিস, গোবিন্দ বল মন। ওরে গদা, কি কর্‌বি ?

গদা। বাবুর হুকুম হয় তো একটা টাকা বাজার থেকে ভাঙ্গিয়ে আনি।

হরেকৃষ্ণ। যা—কিন্তু শীগ্‌গির ফিরিস বাপু।

গদা। তা আর বল্‌তি হবে না।

[প্রস্থান।

হরেকৃষ্ণ। তারপর রসিকচন্দ্র!

রসিক। বেটির ভারী তেজ। থ্যাটার কর্‌ছে, এখন তার গুমোরে মাটিতে পা পড়্‌ছে না। আর বেটীর দোষই বা কি দেবো ; ঐ যত ভদ্রলোকের ছেলেরা ওর বস্ত্রহরণে রাধা সাজা দেখে পাগলা মেরে গেছে, কেউ ফুল ছোঁড়ে, কেউ চিঠি লেখে, কেউ ওর গাড়ীর তলায় শুয়ে পড়ে।

হরেকৃষ্ণ। তা হ'লে কি—

রসিক। না—না, সে আপনার কিছু ভাবনা নেই বাবু। তবে কিছু মোটা রকম চায়, ছোঁড়ার দল দর বাড়িয়ে দিয়েছে।

হরেকৃষ্ণ। গোবিন্দ বল মন। আচ্ছা কত ?

রসিক। পাঁচশো।

হরেকৃষ্ণ। বলিস্ কিরে!

রসিক। আজ্ঞে এর কম কিছুতেই রাজি নয়; তার মা ওই বাড়ীওলী মাগী বলে—মেয়ে আমার মোমের পুতুল।

হরেকৃষ্ণ। গোবিন্দ বল মন! তাই তো, তা হ'লে চমৎকার রূপ—কি বলিস্?

রসিক। শুধু রূপ কি বাবু, এত নেটিপেটি—

হরেকৃষ্ণ। গোবিন্দ বল মন! যাক্, তুই ঠিক্ ক'বে ফেল্, আজই—বুঝ্লি বসিক! বাত বারোটায়—এই বাগানেই।

রসিক। যে আজ্ঞে

হরেকৃষ্ণ। গোবিন্দ বল মন! প্রভু হে, আলো ধর।

[প্রস্থান।

রসিক। লোকে বলে অযাত্রা, আজ পিতাম্বব তেলির মুখ দেখে বেরিয়ে একেবারে পাঁচশো।

গদাব পুনঃ প্রবেশ।

রসিক। আরে আমি যে তোর কাছে যাচ্ছিলুম! তুই এখানে কি মনে ক'বে?

গদা। এই সুদের টাকা দিতে।

রসিক। চল্—চল্, সুদের টাকা ঘুরে এসে দিস্; তোকে এখন আমার বড় দরকার।

গদা। ক্যানে?

রসিক। আজ রাত্রি বারোটার সময় রাজী আমার সঙ্গে এক

যায়গায় যাবে,—নগদ পাঁচশো, বুঝ্‌লি! চল্‌, ও দিক্‌টা বন্দোবস্ত ক'রে আসি।

গদা। কোথায় যাবে শুনি?

রসিক। সে পরে শুনিস্‌।

গদা। আরে যা, তুই এম্‌নি ক'রে কত ট্যাকা কত বাবুর ঠেন্নে লিয়ে আস্‌তিছি ব'লে কেম্‌নে যাস্‌।

রসিক। ওরে না—না, এবার আর তা হবে না।

গদা। তারে কিন্তু মোটামুটি দিবি?

রসিক। তোর মেয়ে মানুষ, তুই যা বল্‌বি, তাই। চ' না, তার সাম্‌নেই কথা হবে।

গদা। চ', মোরে কিন্তু আবার আস্‌তি হবে এই সুদের ট্যাকাটা দেবার লেগে, কর্ত্তাবাবুর কাছে ঝুটো হ'তে পার্‌বো না।

রসিক। ব্যাটা আমার যুধিষ্ঠির! নে—নে, চল্‌।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হরেকৃষ্ণবাবুর বাগানবাটীর সম্মুখভাগ।

গাহিতে গাহিতে তরঙ্গিণীর প্রবেশ।

তরঙ্গিণী।—

গীত।

কে করেছে এমন সর্ব্বনাশ?
আঁটকুড়ীর ছেলেদের জ্বালায় জ্বলি বার মাস।
ডাল ভেঙ্গেছে ফুল তুলেছে,
সেঁউতি গোলাপ ছিঁড়ে গেছে,
পাপড়িগুলি মুচ্‌ড়ে দেছে যার যা অভিলাষ॥

না আর পারি না বাবু! অনামুখোরা দেখ্‌ছি, বাবুকে বাগানখানা রাখতে দেবে না, রোজই ফুল চুরি।

পত্র পড়িতে পড়িতে শরতের প্রবেশ।

শরৎ। পিরীতি সুখের সাগর দেখিয়া,
নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া, ফিরিয়া চাহিতে,
লাগিল দুঃখের বায়।
(সখী কি মোর করম লিখি)

ইতি—শ্রীশরৎ।

[তরঙ্গিণীকে দেখিয়া] আ মর্, তুই এখানে! ভালই হয়েছে; দেখ্, সাবধানে নিয়ে যা, যেন বাড়ীউলী মাগী না দেখে।

তর। তা তো বুঝ্লুম, কিন্তু হাঁকে অনেক।

শরৎ। কত—কত?

তর। ছ'শো; বলে পরের বাগানে যাওয়া।

শরৎ। তবে বলেছিলি সে আমায় ভালবাসে, পর ভাবে না!

তর। ওমা, ভালবাসে না! শরৎবাবু বল্‌তে অজ্ঞান। বাড়িউলী বলে, রাজী শরৎবাবুর জন্যিই হয়েছে।

শরৎ। যাক্ গে, সে যা চায় তাই দেওয়া যাবে; কিন্তু বস্ত্র-হরণে যেমন রাধা সেজে বেরিয়েছিল, সেই রকম সেজে আস্‌তে হবে।

তর। তার আর কি সাজ-গোজ আছে বাবু, তোমার জন্য কেঁদে কেঁদে তার সবই গিয়েছে।

শরৎ। না—না, তুই কাঁদ্‌তে বারণ করিস—কাঁদ্‌তে বারণ করিস। দেখি চিঠিখানা, খামের উপর আর একটু লিখে দি—[লিখিয়া পাঠ]

সব তেয়াগিয়া ও রাঙ্গাচরণে,
শরণ লইনু আমি।

[পত্র প্রদান করিয়া] যা—আর দেরী করিস্ নি।—

[প্রস্থান।

তর। না—না, আর দেরী নয়—

গীত।

মদন আগুন জ্বেলেছে দ্বিগুণ,
গুণ করেছে ওই রূপসী।
ইচ্ছা করে ওর ওই করে,
প্রাণ সঁপি গো প'রে ফাঁসি॥
বিষম কটাক্ষ-বাণে,
অস্থির করেছে প্রাণে,
চিত না ধৈরয মানে
মন হয়েছে তায় উদাসী॥

গদার পুনঃ প্রবেশ।

তর। এই যে গদা—

গদা। আর গদা! এ পোড়া সুদের ট্যাকাটা দিতে পার্‌লি বাঁচি।

তর। ওরে, আর সুদের টাকা দিতে হবে না।

গদা। বকিস্‌ নি; ছোটল্লোক আম্মি, বাবুর কাছে ঝুটো হ'তে নার্‌বো—

তর। তুই রাগিস্‌ কেন? দেওয়া তো পালায় নি, এখন শোন্‌; আজ রাত্রি বারোটায় সেই রাজীর কথা রে! ছোট বাবু যা বলেছিল, ঠিক্‌ নগদ ছ'শো।

গদা। দূর তোর পাঁচশো আর ছ'শো, আমি তো এই ভদ্র-লোকদের চিন্‌তে নার্‌লাম। তরী! তুই একবার রস্‌-কের বাড়ী গিয়ে—

রসিকের পুনঃ প্রবেশ।

রসিক। কেন রে গদা ?

গদা। ওই তরী কি বোল্‌তেছে, শোন্।

রসিক। আচ্ছা শুন্‌ছি, কিন্তু তুই বাড়ী যা গদাই! সুদের টাকা টাকা ক'রে যদি এখানে ঘুরিস্, সব মাটি হবে। আমি বাবুকে বল্‌বো, তুই এসে বিকেলে টাকা দিয়ে যাবো ব'লে গেছিস্। এখন যা!

গদা। যা কও! [প্রস্থান।

রসিক। তারপর তরী! গদাকে কি বল্‌ছিলি শুনি ?

তর। ছোটর কথা, আজ রাজীকে তার চাই।

রসিক। বলিস্ কি!

তর। হাঁ, রাত বারটায়—ফুরোন ছ'শো—এই বাগানেই—

রসিক। সর্ব্বনাশ! এদিকে যে বড়র সময়ও রাত বারটা, ফুরোন পাঁচশো—এই বাগানেই।

তর। তা হ'লোই বা—

রসিক। আমি তো রাজীকে ব'লে ক'য়ে সব ঠিক্ ক'রে এসেছি। এখন উপায় ?

তর। ভাবনা নেই। একটা মতলব করছি, যাতে এক দিকে দু'দিক থাক্‌বে। ঘরে বৌ থাক্‌তেও যখন এমন, তখন এদের চাবুক দরকার।

রসিক। মাইরি তরী, আমি তো বুঝ্‌তে পাচ্ছি না; শেষে

কি এগার শো টাকা একেবারে ফরসা হ'য়ে যাবে ? মনে করেছিলুম, তোর জন্য আমাকে উড়ের দোকানে ফুরুলি, ময়রার দোকানে রস, রায় বামণীর কাছে মোচার ঘণ্ট আর চাইতে হবে না। এই টাকাটা হাতে পেলে তোকে নিয়ে একটু মাথা তুলে দাঁড়াবো।

তর। তাই তো রে মিন্‌সে, টাকা না পেতেই যে মতলব ঠিক্! যত্ন কর্‌বার জন্য প্রাণ যে কেঁদে উঠ্‌ছে!

রসিক। তা আর উঠ্‌বে না! তুমি কি আমার পর তরু—

তর। চুপ্—কামিনী আস্‌ছে।

কামিনীর প্রবেশ।

রসিক। কি গো, তুমি এখানে ?

কামিনী। গদার মুখে শুন্‌লুম, তোরা এইখানেই আছিস্, তাই এই বাগানে পুকুরের জল তোল্‌বার অছিলা ক'রে এলুম। হ্যাঁ রে, ছোটবাবুও না কি আজ সময় দিয়েছে ?

রসিক। সে আমরা ঠিক কর্‌বো, তার জন্য তোমার অত চিন্তা কেন ?

কামিনী। না বাছা, আমার বড় ভয় করে, শেষে একটা মারামারি দাঙ্গা বাধ্‌বে। এ সব বড়লোকের কাণ্ড!

রসিক। আ-হা-হা, তোমার ভয় দেখে বাঁচি না ; কত ভয়কে ভয় দেখিয়ে আজ তোমার ভয় কর্‌ছে। যত বাজে কথা! কিছু টাকা-কড়ি আগাম চাই তো বল ?

কামিনী। তা—তা সেটা কি আর অন্যায় ? তবে তোমরা মাঝে আছ, সে যেন মারা যাবে না, তা কি আর বুঝি না।

রসিক। বেশ, তা হ'লে এখন স'রে পড়।

কামিনী। তাই যাই।

তর। আর দেখ, তোমার মেয়ে এমন খ্যাঁক-খ্যাঁক ক'রে হাসে, অনেক বাবু তা পছন্দ করে

কামিনী। ষাট্—ষাট্, অমন কথা ব'লো না মা—অমন কথা ব'লো না। ওই খ্যাঁক-খ্যাঁক হেসেই তিন তিনখানা বাড়ী করেছে।

রসিক। আচ্ছা—আচ্ছা, অমনি ক'রেই তাকে হাস্‌তে ব'লো ; তুমি এখন এস।

[কামিনীর প্রস্থান।

রসিক। আমি তো ভাই কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি না। শেষে আমার বরাতে তরী না ডোবে !

তর। আর তোকে বুঝ্‌তে হবে না, তুই ঠিক্ সময় রাজীকে বাগানে আন্‌বি। কামিনী আর গদাকে বাইরে থাক্‌তে বল্‌বি, তারপর যেমন বল্‌বো ! দেখিস্, আমার বুদ্ধিটা কি রকম !

রসিক। তাই একবার দেখিয়ে দে, আমি তো ভাই গুলিয়ে গেছি। যদি এই এগারশো টাকা মার্‌তে পারিস্, আমি জন্ম জন্ম তোর পায়ের তলায় ছুঁচো হ'য়ে থাক্‌বো।

নেপথ্যে হরেকৃষ্ণ। গোবিন্দ বল মন—

তর। কর্ত্তাবাবু আস্‌ছেন, আমি আড়ালে যাই।

[প্রস্থান।

হরেকৃষ্ণের প্রবেশ।

হরেকৃষ্ণ। রসিক যে, আমায় ডাকিস্‌নি কেন ?

রসিক। আজ্ঞে তা কি পারি!

হরেকৃষ্ণ। যাক্, কোন গোল নেই তো ?

রসিক। না—না, আপনার কথা মত সব ঠিক—যেমনটি বলেছেন; শুধু কি তাই, আবার হেসে হেসে কবিতা ব'ল্লে।

হরেকৃষ্ণ। এঁ্যা—বলিস্ কিরে ? কি ব'ল্লে ?

রসিক। কি জানি কি ছলে মন মজাইল ঐ—

হরেকৃষ্ণ। গোবিন্দ বল মন। তা হ'লে ঐ বারটা; অন্য কথা আর নেই রসিক। প্রভু হে, আলো ধর।

[প্রস্থান।

রসিক। আ-হা-হা, প্রভু হে! নিপাত কর।

তরঙ্গিণীর পুনঃ প্রবেশ।

তর। লুকোও—ছোট বাবু—

[রসিকের প্রস্থান।

শরতের প্রবেশ।

শরৎ। আজও গেছিস্—কালও গেছিস্!

তর। কি করবো বলুন, সে কি ছাড়ে। শুধু আপনার কথাই শুনতে চায়। কত যে মিথ্যা ব'লে এলুম, তা জানি না। শেষে বলে কি না, আমার টাকা কি হবে? উনি যদি পায়ে রাখেন—

শরৎ। চিঠিখানা দিলি—কি ব'ল্লে?

তর। ব'ল্লে, তরী! আজ আমার বরাতে সন্ধ্যা হ'লে হয়।

শরৎ। তা হ'লে ঐ রাত বারটা—এইখানেই। হ্যাঁ—আর দেখ্, এই বাগানে এলে আমার সাম্নে এই বেনারসী শাড়ীখানা আমার উপহার ব'লে দিস্।

তর। [হাসিয়া] বুঝেছি।

শরৎ। ভুলিস্ নি যেন! [প্রস্থান।

রসিকের পুনঃ প্রবেশ।

তর। কেমন ধরেছে দেখ্লি?

রসিক। খাসা! আমি তা হ'লে এখন চল্লুম তরঙ্গিণী!

তর। তা আর যাবে না, আমার তো আর ধ'রে রাখ্বার জোর নেই; না আছে ফুল, না আছে মালা—

রসিক। না—না—না, ঐ আমার পক্ষে যথেষ্ট। তোর যা আছে, তাই আমায় দিস্।

গীত।

তর।— আমি কি ফুল দোবো তুল বেঁধেছে করেছে নির্ম্মূল।
ডানপিঠে ড্যাকরাদের বুকে ধরে না বুকশূল॥

রসিক ।— (মাইরি) ওই আচোট মাটি চটিয়ে গেছে,

আফোটা ফুল ফুটিয়ে দেছে,

উভয়ে ।— কুঁড়িগুলি ছিঁড়ে গেছে লুটেছে বকুল ॥

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

বাগানবাটীর সুসজ্জিত কক্ষ ।

রাজী ও শরৎ ।

রাজী ।—

গীত ।

আসন বিছানো নিভৃত কাননে

ওগো উদাসী, ব'সো না ।

এ ভরা যৌবন খুলেছে গো আঁখি,

উথলে সোহাগ দেখ না ॥

নয়নে জাগিছে তোমার স্বপন,

আদরে মাখিয়া তোমার কিরণ,

তুমি বঁধু তব মৃদু পরশন

চাহ না দিতে চাহ না ॥

শরৎ। আপনি বেশ গান।

রাজী। আমায় আপনি বল্‌বেন না।

শরৎ। আমি বস্ত্রহরণে আপনার রাধার পাঠ দেখে—

রাজী। যান—এত পর ভাবেন তো ভালবাসি ব'লে আনা কেন? সেই আপনি ব'লে কথা—

শরৎ। ওটা অভ্যাসের দোষ, ওতে রাগ কর্‌বার কিছু নেই।

রাজী। আমাদের আবার রাগ! ম'লে মুদ্দফরাসের কাঁধে যাবো—

শরৎ। তাই তো, আপনাদের তা হ'লে বড় কষ্ট!

শশব্যস্ত তরঙ্গিণীর প্রবেশ।

তর। ছোটবাবু! বড় মুস্কিল, কর্ত্তা আসছেন—

শরৎ। এঁ্যা—সে কি? কর্ত্তা—তাকে খবর দিলে কে?

তর। তা আমি জানি না; এসে পড়্‌লেন ব'লে রসিককে সঙ্গে নিয়ে।

শরৎ। তাই তো, এখন কি করা যায় বল দেখি?

তর। এখন আর অন্য উপায় নেই। এই রাজীকে যে কাপড়খানা উপহার দিতে বলেছিলেন, এইখানা এখন ঝাঁ ক'রে পোরে ঐ দিকে দাঁড়িয়ে থাকুন; আমি বল্‌বো, এটী আমার বোনঝি, বেড়াতে এসেছে।

শরৎ। তাই তো তরী, আমাকে কিন্তু বাঁচান চাই—[স্ত্রী-বেশে সজ্জিত হওন।]

তর। কোন ভয় নেই। খবরদার, কিন্তু কোন মতে ঘোমটা যেন খুলে না যায়। বড়বাবু আসছেন, ঘাব্ড়াবেন না।

[রাজী ও তরঙ্গিণীর প্রস্থান।

রসিক ও হরেকৃষ্ণের প্রবেশ।

রসিক। আমি তা হ'লে বাইরে অপেক্ষা করিগে বাবু।

হরেকৃষ্ণ। আচ্ছা—[রসিকের প্রস্থান] ছুঁড়ির নব যৌবন-কাল উপস্থিত। গোবিন্দ বল মন। [স্ত্রীবেশী শরতের দিকে অগ্রসর হইয়া] বলি মানিনী, আর মান কেন? একবার ব্রজনাথের দিকে ফিরে চাও। হেসে দুটো কথা বল! তা না হ'লে [সুরে] আগুন জ্বালিয়া মরবি পুড়িয়া কত নিবারিব মন?

শরৎ। [স্বগত] একি কাণ্ড বাবা, কিছু বোঝ্বার যো নেই!

হরেকৃষ্ণ। না ভাই, ঘোমটা খোল। অনেক দিনের সাধ, মান ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না। একবার বস্ত্রহরণের রাধার মত বামে এসে—[ঘোমটা উন্মোচনের চেষ্টা]

শরৎ। [স্বগত] কি বিভ্রাট!

হরেকৃষ্ণ। তা হবে না সুন্দরী! তুমি মোর প্রাণধন, তুমি মোর সব—[সহসা ঘোমটা খুলিয়া] এঁ্যা—একি!

হেমাঙ্গিনী ও তরঙ্গিণীর প্রবেশ।

হেমাঙ্গিনী। বেয়াক্কেলে মিন্‌সে, বুড়ো বয়সে ভীমরতি!

বাগান একরকম বাড়ীর ভিতর ব'ল্লেই হয়, সেখানে কতকগুলো মাগী এনে—

হরেকৃষ্ণ। ও মাগী নয় বড় বৌ—মাগী নয়, শরৎ—শরৎ।

হেমাঙ্গিনী। শরৎ কি গুরুমা সেজে তোমার শটুকে শেখাচ্ছে ?

হরেকৃষ্ণ। তাই তো ভাব্‌ছি, ও এত জিনিষ থাক্‌তে মেয়ে মানুষ সাজ্‌লে কেন ?

হেমাঙ্গিনী। তরী। ডাক্‌তো সব—দেখুক্ সবাই। যা, ডেকে বল্ সবার সামনে বাবুর আর তার গুণধর ভায়ের কীর্ত্তি! পাঁচজনে শুনুক্।

[তরঙ্গিণীর প্রস্থান।

হরেকৃষ্ণ। গোবিন্দ বল মন। ব্যাপার বেশ সুবিধে ব'লে মনে হ'চ্ছে না। বড় বউ! আর ডাকাডাকিতে কাজ নেই—

হেমাঙ্গিনী। বটে! [তরঙ্গিণীকে আসিতে দেখিয়া] এই যে এসেছিস্। নে—বল্ এবার—

কামিনী, তরঙ্গিণী, গদা ও রসিকের প্রবেশ।

তর। কি আর বল্‌বো মা, এই বড়বাবু যে সময় রসিককে এখানে ৫০০৲ টাকা ফুরোণে রাজীকে আন্‌তে বলে-ছিলেন, ছোট বাবুও আমাকে ঠিক সেই সময় ৬০০৲ টাকা ফুরণে রাজীকে এখানে আন্‌তে বলেন। আমরা দুজনেই

এ কথা রাজীকে বলি ; তখন ছুড়ি ব'ল্লে, ও একই সময়ে আমি বুদ্ধি ক'রে দু'জনকে সাম্‌লে নেবো ; তারপর এখানে এসে ছোট বাবুর সঙ্গে গান কর্‌তে কর্‌তে, বড়বাবু আস্‌ছেন শুনে রাজীও সাম্‌লাতে পার্‌লে না, আর ছোট বাবুও পালাতে পার্‌লেন না। তখন এই তরীর বুদ্ধিতে উনি আমার বোনঝি সাজেন ঘোমটা দিয়ে লজ্জার হাত থেকে বাঁচ্‌তে। আমি বল্লুম—এখানে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকুন ; বলা হবে—এটি আমার বোনঝি, মেয়েদের কাছে বেড়াতে এসেছে। এই ঠিক ক'রে রাজীকে সঙ্গে নিয়ে ওকে একটা ফুল তুলে দিতে গেছি, এমন সময় এসে দেখি, বড় বাবু ভাইকে ধ'রেই টানাটানি কর্‌ছেন। কে জানে বাবা, শেষে একটা অন্যায় হবে, তাই আপনাদের খপর দিই।

শরৎ। ও বাবা—এতে আবার দাদাও আছেন, চিন্‌তে না পেরে আমারই সঙ্গে প্রেম !

হরেকৃষ্ণ। ও বাবা—এতে আবার শর্‌তাও আছে ! বুঝ্‌তে পার্‌ছ ওর মেয়ে সাজ্‌বার কারণ ? এ্যাঃ—মানুষের বার, বকাটে হ'য়ে গেছে।

শরৎ। একেবারে দফা রফা ক'রে ফেল্লে দেখ্‌ছি।

হরেকৃষ্ণ। এমন বিপদও মানুষের হয় !

হেমাঙ্গিনী। তা আর হয় মিথ্যাবাদি ! এই যে কাল রাত্রে বলেছিলে গো, তোমাকে ছেড়ে আর কাউকে ভাল-

বাসি না ? ওলো ও ছোট বৌ, আড়ালে থাক্‌লে কি হবে ; এসে বরকে ছু'ঘা দে, নইলে ও বাড়্‌তেই চল্‌লো ।

মানদা আসিয়া শরতের কান ধরিল ।

শরৎ। আঃ—লাগ্‌ছে ! দাদা ব'সে যে—দাদা—

হেমাঙ্গিনী। যেমন দাদা তেমনি ভাই, দাদা দেবে পাঁচ শো, আর ভাই দেবে ছয় শো। ঘটক হ'চ্ছে রসিক আর ঘটকী হ'চ্ছে তরী। বস্ত্রহরণের রাধাকে চাই ! এবার একবার আসুক্‌ রাধা তার ভাড়াটে কেষ্টদের রক্ষা কর্‌তে !

শরৎ। বৌদি—পায়ে পড়ি বৌদি ! এবারকার মত বাঁচাও ; আর যদি কখনও এমন কাজ করি—

হেমাঙ্গিনী। ওঃ—কি লজ্জা !

শরৎ। সত্যি বৌদি ! এই তোমার দিব্বি—

হেমাঙ্গিনী। ও সব চল্‌বে না ; এই সবার সাম্‌নে দেড় হাত নাকে খৎ দাও, কান মোলো।

শরৎ। ও বাবা, বলে কি রে ! আচ্ছা তাই—তাই ! এই নাকখৎ আর এই কান মল্লুম—এমন কাজ আর কর্‌বো না।

হেমাঙ্গিনী। (হরেকৃষ্ণের প্রতি) কি !

হরেকৃষ্ণ। দোহাই বড় বৌ, আর চোক পাকিও না ; আমি হুকুমের আগেই এই নাকে খৎ আর কান মল্লুম। আর

যদি বল তো তোমার গা ছুঁয়ে বলি, কোন্ শালা আর এমন পথে আস্‌বে। এখন চল এখান থেকে—

কামিনী। আমাদের টাকা—

শরৎ। ও তরী বেটীর কি শয়তানী বুদ্ধি, একেবারে ধনে প্রাণে মার্‌লে! ওঃ—ছ' ছশো টাকা জল! এই নাও—

কামিনী। কর্ত্তাবাবু—

হরেকৃষ্ণ। কর্ত্তাবাবু—আপদ কোথাকার! রস্‌কেটার এই পেশা। ওঃ—পাঁচ-পাঁশো টাকা—(ক্রন্দন)

হেমাঙ্গিনী। ওগো, এ ঘরের বৌ নয় যে একখানা বঙ্গলক্ষ্মী শাড়ী দিলেই চল্‌বে!

হরেকৃষ্ণ। ছিঃ-ছিঃ, কেলেঙ্কারীর একশেষ?

হেমাঙ্গিনী। আর তুই ছুঁড়ি তো ওই বয়সে বস্ত্রহরণের রাধা সেজে খুব হয়েছিস্, দু' দুজন বেটাছেলেকে—

কামিনী। ষাট! ষাট! অমন কথা ব'লো না মা, অমন কথা ব'লো না; রাজু আমার দ্বিচারিণী হবার ভয়ে তোমাদের খবর দিতে ব'ল্লে। দুটী ভাই, একসঙ্গে খেপেছিল কি না!

হরেকৃষ্ণ। রস্‌কে ব্যাটা বলেছিল খুব নেটিপেটি—

শরৎ। এখন বাড়ির ভিতর ঢুক্‌তে পার্‌লে হয়।

গদা। কর্ত্তাবাবু! আমার সেই সুদটা—

হরেকৃষ্ণ। চুপ_রও হারামজাদা! তুই যে এতক্ষণ ধ'রে এখানে রয়েছিস্, কার হুকুমে?

গদা। আজ্ঞে, আমার মেয়েমানুষই যে আপনি এনেছেন!

শরৎ। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, মুখখানা পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিলে !

হরেকৃষ্ণ। বাবা গদাধরচন্দ্র, আর আমার সুদেও দরকার নেই আর আসলেও দরকার নেই ; সবই রেহাই দিলুম। বড় বৌ ! আর ঝঞ্ঝাট বাড়িও না ; বাড়ির ভিতর চল—

হেমাঙ্গিনী। কেন ? গোবিন্দ বল মন !

হরেকৃষ্ণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাই ; গোবিন্দ বল মন ! প্রভু হে, আলো ধর।

[হেমাঙ্গিনী ও হরেকৃষ্ণের প্রস্থান।

মানদা। কি গো, তুমি কি কর্‌বে ? ঘরে যাবে, না রাধার বস্ত্রহরণের কেষ্ট সাজ্‌বে ?

শরৎ। আর চেঁচিও না ছোট বৌ ! চল—ভেতরে চল। আমার মুখ লুকোবার জায়গা নেই। ওঃ—তরী বেটীকে যদি কখনও বাগে পাই—

[শরৎ ও মানদার প্রস্থান।

তর। দু'শো টাকা তোমাদের যা কথা আছে, বাকি আমাদের—

কামিনী। ওমা তরঙ্গিণী, আমকে কিছু দিবি না ?

রসিক। দে—দে, ওকে কুড়ি টাকা দে।

গদা। নে—নে, আমার ঢুলুনি ধর্‌তেছে—

কামিনী। এই যে বাবা—[টাকা ভাগ করিয়া লইবার পর] এতে পাপ নাই ; সাপও ম'লো, লাঠিও ভাঙ্গলো না। ও রাজু ! চ' মা, আর কেন ?

রাঙী। হ্যাঁ মা—চ' তরী, আসি ভাই—

কামিনী। রসিক!

রসিক। আচ্ছা—

[রাঙী ও কামিনীর প্রস্থান।

তর। আর তো ভাই আমার চাকুরি করা চল্‌বে না; এবারে বড্ড কেলেঙ্কারী হ'লো—

রসিক। চাকরি কর্‌বি কি তরঙ্গিণী? এবার বোম্বাই যাবো—

তর। আ-মর্ সেখানে কেন?

রসিক। বাঁশকোপ বাঁশকোপ কর্‌তে। আমি কেষ্ট, তুই রাধা—এই বস্ত্রহরণ। তারপর সেখান থেকে যখন ফির্‌বো তখন আর রস্‌কে নয় সাঁড় রাস্‌কেল।

তরী। এ সব কিন্তু আমার জন্যে হ'লো।

বসিক। আরে তাই তো আমি তোর এত ন্যাওটো।

তর। তা হ'লে হার মান্‌লি বল্?

গীত।

রসিক।— আমি কি হার নূতন ক'রে মান্‌বো লো এখন।
আমার চোদ্দ পুরুষ হার মেনেছে রাখ্‌তে নারীর মন॥

তরী।— তাই ভুলিস্‌নি নারীর কাছে,
সকলের হার মানা আছে,

উভয়ে।— কথায় যদি না হয় তবে মান ক'রে হার মানায় তখন॥

যবনিকা।

সম্পূর্ণ।